বসন্ত বাহার

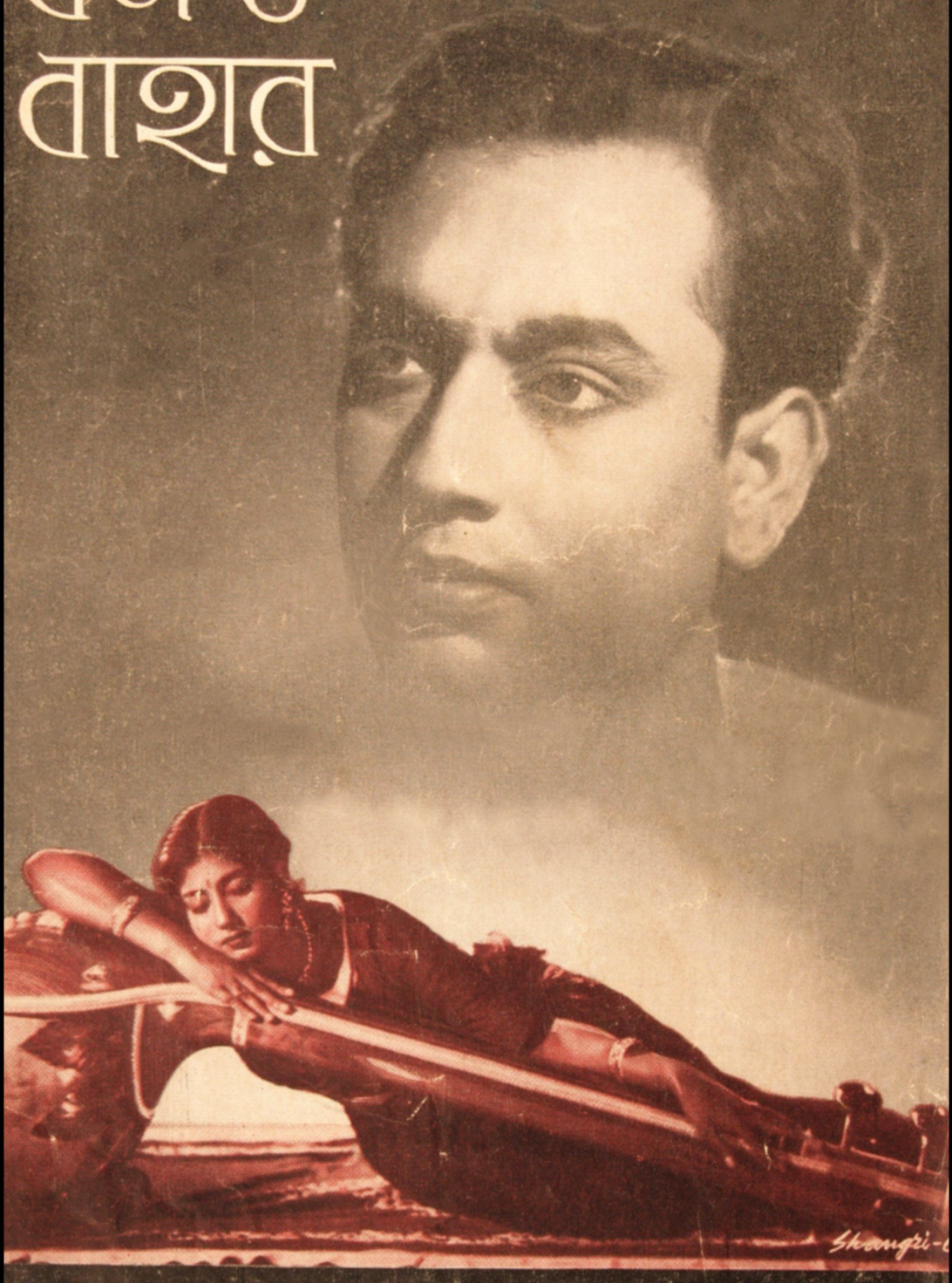

● বিকাশরায় প্রোডাক্‌সন্স (প্রাইভেট) লিঃ এর নিবেদন ●

পরিচালনা: **বিকাশ রায়** ॥ সুর: **জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ** ॥

বসন্ত-বাহার

প্রযোজনা : অসীম পাল
সুরসৃষ্টি : জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ
চিত্রনাট্য : নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
পরিচালনা : বিকাশ রায়

কাহিনী : অনিন বরণ ঘোষ

চিত্রগ্রহণ : অনিল গুপ্ত
সম্পাদনা : কমল গঙ্গোপাধ্যায়
শিল্পনির্দ্দেশ : সুনীল সরকার
ব্যবস্থাপনা : বেনু রায়
রূপসজ্জা : মনোতোষ রায়
পটশিল্প : কবি দাসগুপ্ত
শব্দধারণ : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়
দৃশ্য সংগঠন : সুবোধ লাল দাস

গীত রচনা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, শ্যামল গুপ্ত, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁ।

সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনা : সুনীল রায় চৌধুরী, অসীম রায় চৌধুরী।
সম্পাদনা : প্রতুল রায় চৌধুরী
রূপসজ্জা : পরেশ, নিতাই, শম্ভু, বরেন।
চিত্রগ্রহণ : জ্যোতি লাহা, সৌমেন্দু রায়, কৃষ্ণধন চক্রবর্ত্তী।
পটশিল্প : রবি দাশগুপ্ত, প্রবোধ ভট্টাচার্য্য
শব্দধারণ : জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়
শিল্পনির্দ্দেশ : রবি দত্ত
ব্যবস্থাপনা : মহেন্দ্র, সত্য, হীরেন।

আলোকসম্পাতে : প্রভাস ভট্টাচার্য্য, ভবরঞ্জন দাস, কেষ্ট দাস, অনিল দাস
স্থিরচিত্র : স্যাংগ্রিলা (এড্‌না লরেঞ্জ)
প্রচারে : অনুশীলন এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ
টেক্‌নিশিয়ান্স ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরিজ-এ পরিস্ফুটিত।

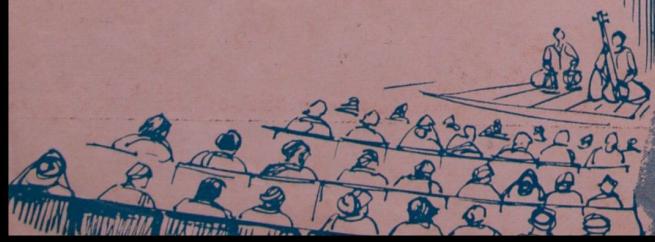

নেপথ্য কণ্ঠসংগীতে :

ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁ

(বাংলা চলচ্চিত্রে এই প্রথম)

ওস্তাদ আমীর খাঁ, হীরাবাই বরোদেকর, মানিক বর্ম্মা, এ কানন, প্রসূন ব্যানার্জি, সন্ধ্যা মুখার্জী, মাধবী ব্রহ্ম, মানবেন্দ্র মুখার্জী ও অন্যান্য।

যন্ত্র সংগীতে :

সানাই : মিঞা বিস্‌মিল্লা ও সম্প্রদায়
সারেঙ্গী : মহম্মদ সাগীরুদ্দীন
লড্ডন খাঁ
সামু মিশ্র
রামনাথ মিশ্র
তবলা : পণ্ডিত কণ্ঠে মহারাজ
পণ্ডিত শান্তা প্রসাদ
জনাব কেরামতুল্লা
সামসুদ্দিন হায়দার ও
কানাই দত্ত, শ্যামল বসু।

ভূমিকায় :

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়
সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়
অপর্ণা দেবী
শ্রীলা চট্টোপাধ্যায়
সন্ধ্যা দেবী
মায়া ভট্টাচার্য্য
সীতা সেনগুপ্তা
শান্তা দেবী
শুক্লা দাস
মনিকা ঘোষ
অনুশীলা
দুর্গা, করুণা,
নিভাননী
আশা দেবী
রীতা
ডিপ্পু
বসন্ত চৌধুরী
পাহাড়ী সান্যাল
বিকাশ রায়
নীতিশ মুখোপাধ্যায়
ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়
জীবেন বসু
দীপক মুখোপাধ্যায়
শ্যাম লাহা
সৌরীন ঘোষ
প্রীতি মজুমদার
ভানু রায়
বেচু সিংহ
প্রতাপ মুখোপাধ্যায়

নৃত্যে :
রোশন কুমারী (বম্বে)

—জনতা রিলিজ—

কাহিনী

কাশীর সঙ্গীত সম্মেলনে গাইতে এসে তরুণ গায়ক জয়ন্ত চৌধুরীর জীবনে এক মস্ত বড় ভুল ভেঙ্গে গেল। বাইজীর গলায় এমন সুর! উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের ওপর এমন অনায়াস অধিকার! বসন্ত-বাহারের সুর-মূর্চ্ছনায় এমন বিচিত্র মায়াজাল রচনার ক্ষমতা! কোথায় ভেসে গেল সঙ্গীত-সাধনার অহমিকা! কোথায় উড়ে গেল আজন্মলালিত সংস্কারের মেঘ! সঙ্গীতাচার্য্য গনেশ গোঁসাইয়ের প্রিয় শিষ্য জয়ন্ত চৌধুরী আজ হঠাৎ আবিস্কার ক'রে বস্‌ল, অনেক সাধনার শেষেও অনেক কিছুই শেখা তার বাকী আছে। কাশীর মুন্নাবাইয়ের কণ্ঠে যে তুলনাহীন সম্পদের সন্ধান সে পেয়েছে, তাকে আয়ত্ব করতে না পারলে কলকাতায় বাবা, বন্ধুবান্ধব, মিনতি—কারো কাছেই ফিরে যাবার কোন অর্থই হয় না। তাই কঠিনতম সর্ত্তেও সে রাজী হয়ে গেল। শিষ্যত্ব গ্রহণের প্রতীক হিসেবে জয়ন্ত হাতে নতুন করে "নাড়া" বাঁধলো। বাইজীকে গুরু বলে স্বীকার ক'রে নিলো অভিজাত বংশীয় তরুণ গায়ক।

কিন্তু এতেই শেষ হোলো না মাথা নীচু করার। প্রতিষ্ঠাবান গায়ক সে, তবু অবিরাম "সরগম্" সাধনার পাঠ দিলেন মুন্নাবাই। সামান্য প্রতিবাদেও কঠিন হয়ে ওঠেন তিনি—বলেন, গান শিখতে হলে আমার পথে চল্‌তে হবে। না হলে ফিরে যান আপনি।

হতাশায় ফিরেই হয়তো সে যেত!

কিন্তু—

কোথা থেকে ঝোড়ো হাওয়ার মত তার জীবনে এলো লতা! কোথা থেকে এলো বসন্ত-বাহার!

সবার অলক্ষ্যে দুর্বার আকর্ষণে দুটি হৃদয় পরস্পরের দিকে ছুটে চল্‌ল। আর, তাদের ঘিরে রইলো একটি অনুপম অনির্বচনীয় সুরের গ্রন্থি—বসন্ত বাহার। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর রূঢ় বাস্তবের সামনে বসন্ত-বাহার রাগিনীর শক্তি আর কতটুকু? সে কি পারে সামাজিক বৈষম্যের সব বাধা চূর্ণ করে দিতে? মুন্নাবাইয়ের জাগ্রত প্রহরীর মতো চোখ দুটোকে ফাঁকি দিতে? কাশীর বাইজীর মেয়ে লতা আর কলকাতার অভিজাত পারিবারের ছেলে জয়ন্তর জীবনকে একই মিলন-সূত্রে বেঁধে দিতে?

সঙ্গীত

রাগ-বসন্ত বাহার

বাঁধো ঝুলনা
তমাল বনে, এসো দুলি দুজনে
ওগো সাথী মধুরাতি এলো আহা
নাহি তুলনা।
সুরে সুরে আজি মাধুরী ছড়ায়ে
মালতী মালা দাও কণ্ঠে জড়ায়ে
মায়া-মিলন-তিথি যেন ভুলো না।
দখিনা বাতাসে একী দোলা লাগে
আবেশে হিয়া দুটি ভরে অনুরাগে
প্রণয় রাখী যেন কভু খুলনা।

—শ্যামল গুপ্ত।

——

রাগ-বসন্ত

নবীকে দরবার
সব্ মিলি গাও
বসন্ত ঋত কী
মুবারকী
ঔলিয়া মুরাদ মাঙ্গন আয়ে
মন রংগ ঔর সব হি সংসার কী।

——

রাগ-বসন্ত বাহার

নভেলি কলী
খিলন অব্ লাগী বন বনমেঁ
মদমাত ডার ডার বার বার
কোয়ল বলী।
আঈ বহার সবকে মন ভাঈ
লগন জগাঈ প্রেম বড়াঈ
সজী রংগমে কুঞ্জ গলী।

—জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ

——

আঁধারে আমি তোমায় খুঁজে মরি,
চলিতে যে হায় কাঁটা বেঁধে পায়
জলে আঁখি যায় যে ভরি।
তনুমন মম বিবশ বিরহে
কাটেনা বিভাবরী
কেমনে প্রাণ তোমা বিনা রাখি
মালা মোর যায় যে ঝরি।
জানিনা তো কেন আমারে কাঁদায়ে
সুদূরে গেলে সরি!
গগনে গগনে মত্ত ঘনঘটা
বিজুরী ওই ঝলকে!
সঘনে ডাকে দেয়া, পবন উতরোল
শ্রাবণ বারি ছলকে।
ভরিল আজি যেন নিবিড় মেঘছায়া
ব্যাকুল আঁখি পলকে।
আমারে ভুলিয়া জানি না আজ তুমি
আছ কোথা অলখে।

—গৌরীপ্রসন্ন

ঠুংরী ঃ

ললিতা গো, বলে দে,
কোন্ পথে গেল শ্যাম!
বিশাখা গো, বলে দে,
কোন্ পথে গেল শ্যাম!
মুরলীর ধ্বনি তার
আমারে ডাকে না আর
আর তো শুনি না রাধা নাম।

—গৌরীপ্রসন্ন

ঠুংরী ঃ

আয়ে ন বালম্ কা করুঁ সজনী
তড়পত বীতি মোরি
উন বিন রাতিয়া।
রোবত রোবত কল নহিঁ আয়ে,
নিশদিন মোহে বিরহা সতায়ে
য়াদ আবত জব উনকী বতিয়াঁ!

—ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁ।

রাগ—আভোগী

চরণের ধ্বনি শুনে
বারে বারে ছুটে যাই
চেয়ে দেখি তুমি নাই।
আশায় যায় গো দিন
স্বপনের জাল বুনে।

—গৌরী প্রসন্ন

কীর্ত্তন

(সখি গো, আমি শীতল বলে প্রাণ-সঁপেছিলাম
জানতেম না যে আমায় কাঁদতে হবে।)
করিনু কুলধরম বিনাশে
(আমার ধরম করম সকলি গেল)
(শুই নিঠুরে প্রাণ-সঁপিয়ে
আমি পথের কাঙালিনী হলেম)
সো যদি মোহে ত্যজল
কি কাজ ছার জীবনে
আনহ সখি গরল করি গ্রাসে
(আমি এ ছার প্রাণ আর রাখবো নারে)
(গোবিন্দ যদি বিমুখ হোলো)
(বিষ খেয়ে প্রাণ তেয়াগিব)

রাগ—সাহানা

এরী ইস বোল
প্রেমকে রসমেঁ কাহে বিস ঘোল।
কনহী বাত কো
মান ন কীজে
এ রংগ লাগো অনমোল!

বিকাশরায় প্রোডাকসন্স
প্রাইভেট লিঃর নিবেদন

অবধূত রচিত

মরুতীর্থ হিংলাজ

চলচ্চিত্র-সৃষ্টির ইতিহাসে এক নতুন পথের নিশানা

পরিচালনা বিকাশ রায়
প্রযোজনা অসীম পাল

• জনতা রিলিজ •

জনতা পিক্‌চার্স এণ্ড থিয়েটার্স লিমিটেড, ১৫নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ হইতে প্রকাশিত এবং
ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, ১৫৭এ, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।